25

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUL. 1 2 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

# আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারী সমাজের অবস্থান

■ মেহেরুন্নেসা মেরী ■

অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিকটা বর্তমানে যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। শুধু মহিলারাই নয়, পুরুষরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে। তারা ঘরের মহিলাদের বাইরে এনে বিভিন্ন কাজে সংযুক্ত হবার সুযোগ সৃষ্টি করছে। যেহেতু দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীই হচ্ছে নারী, সেহেতু নারীদের উন্নয়ন মানে দেশেরই উন্নয়ন।

বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৩২.৪ শতাংশ। তার মধ্যে নারী সাক্ষরতার হার খুবই কম। ৮%-এর কিছু বেশী। যেহেতু আমাদের অর্ধেক জনসংখ্যাই নারী, সেহেতু নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীনকাল থেকে ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক গোঁড়ামির কারণে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাপক নারী শিক্ষার কারণে অনেক দেশ উন্নতির চরম শিখরে উঠে গেছে। বিগত বছরগুলিতে নারী শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও নারীদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে যা গোটা দেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষাক্ষেত্রে বেতন রহিতকরণ, স্বল্পবেতনে অধ্যয়ন ইত্যাদি প্রজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতির ব্যবস্থা করেছে এবং পাশাপাশি গণসচেতনতা বৃদ্ধির কারণেও নারীরা শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে।

নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আরো একটি পূর্বশর্ত হল নারীর ক্ষমতায়ন যা ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়েছে। তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সর্বস্তরে ক্ষমতায় নারীদের অংশগ্রহণ খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে নারীদের মনোনয়ন প্রদান না করে প্রকাশ্য ভোটে পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতায় ক্ষমতা গ্রহণের নিয়ম করা উচিত। এভাবে ক্ষমতায় এলে স্বভাবতই নিজেদের দায়িত্বের প্রতি যত্নশীলতা আসবে, পাশাপাশি নিজের জনপ্রিয়তা ও চাহিদা যাচাই করে আত্মোন্নয়নেরও একটা সুযোগ আসবে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যাতে নারীরা এগিয়ে আসে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে সরকার ও জনগণকে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, জাতীয় অনুষ্ঠানে তাদের বেশি বেশি অংশগ্রহণ তাদের এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে। এছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকান্ডেও যদি তারা নিয়োজিত থাকে তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও দ্রুত ত্বরান্বিত হবে। এদেশের অর্ধেক জনসংখ্যাই নারী। তারা সাধারণতঃ সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন ছাড়া কোন আর্থিক কর্মকান্ডে যুক্ত নয়। বিভিন্ন আর্থিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করলে তারা যেমন সংসারে একটা বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে তেমনি আবার দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থারও উন্নয়ন ঘটাতে পারবে। যদি গ্রামে-গঞ্জে-শহরের সর্বস্তরে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তাহলে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীও যথেষ্ট এগিয়ে যাবে। এদিক দিয়ে দেখা যায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত এনজিও, যেমন ব্রাক, আশা, প্রশিকা, নারী প্রগতি যথেষ্ট এগিয়ে আছে। তারা আজ পাড়াগাঁয় প্রত্যন্ত জনপদে নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যেসব নারী বেকার ছিল অথবা অভাব-দারিদ্র্যের মধ্যে দুটো বাড়তি পয়সা সংসারে আনার সঙ্গতি ছিল না তারা ঘরে বসেই বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম ও অন্যান্য কাজকর্ম করছে। যেমন পোলট্রি, ফিশারী, সূচিকর্ম, কুটির শিল্প ইত্যাদি। বিভিন্ন এনজিও তাদের আর্থিক সহায়তা দান করে আত্মনির্ভরশীল ও আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলছে। মনে রাখতে হবে, এদেশের নারীর সংখ্যা ৫০% হলেও এদের সবার সাধ্য নেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কিছু উপার্জন করার। তাই যদি তাদের জন্য কাজের বহুমাত্রিক সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। এদেশের গ্রামীণ জনপদ শহরের তুলনায় অনেক বিস্তৃত। গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের তৈরী কুটির শিল্প সূচিকর্ম বাংলাদেশের বাইরে বিদেশেও যথেষ্ট চাহিদা সৃষ্টি করছে। ইদানীং বিদেশী রপ্তানিযোগ্য তৈরী পোশাক-এর উপর নারীদের সূচিকর্ম যথেষ্ট চাহিদার সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় বাজার ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারে এর খুব চাহিদা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে। তাই নারীদের যদি ঠিকমত ট্রেনিং দিয়ে কাজ করানো যায়, তবে সবদিক থেকেই মঙ্গল বয়ে আনবে। কুটির শিল্পের মধ্যে নারীদের করা বাটিক ও রং-এর বিভিন্ন ধরনের কাজ যথেষ্ট চাহিদা অর্জন করেছে। তাছাড়াও তাঁত শিল্প, জামদানী শিল্প দেশের ঐতিহ্যকে ধরে রেখে অর্থনীতিতে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মডেল বি,বি, রাসেল এদেশের গ্রামীণ চেক শিল্পটিকে বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যময় পোশাকের ভেতর দিয়ে দেশ-বিদেশে পরিচিত করেছেন। স্থানীয় বাজার ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারে এ শিল্পটির যথেষ্ট কদর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে বর্ণিত শিল্পকর্মগুলির সাথে নারীরাই মূলতঃ সম্পৃক্ত।

দেশের বৃহত্তম রপ্তানিখাত তৈরী পোশাকের ৮০% কর্মীই নারী। তারা প্রমাণ করেছে প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি বাজারে দেশের গার্মেন্টসকে টিকিয়ে রাখার মতো দক্ষতা ও নিষ্ঠা তাদের আছে। গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকরা যে মনোসংযোগ এবং নির্বিঘ্ন নির্বিরোধ শ্রম দিচ্ছে তা অতুলনীয়। সেক্টরটি পুরুষ অধ্যুষিত হলে শ্রমিক অসন্তোষ এবং কাজে আন্তরিকতার অভাব বড় ফ্যাক্টর হতো। গার্মেন্টস খাতের ক্রমবিকাশে ও ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির পেছনে নারী কর্মীদের কৃতিত্বই সর্বাধিক। এই বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অন্যান্য রপ্তানি শিল্পেও অধিক সংখ্যায় নারী-কর্মী নিয়োগ করা হলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে।

গ্রামীণ ব্যাংকসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ কার্যক্রম চালু করেছে। এই ঋণ কার্যক্রমের আওতায় নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উচিত যথাসম্ভব সহজশর্তে ঋণ প্রদান ও সহজভাবে বন্টনের ব্যবস্থা করা। এই ঋণ গ্রহণ করে অনেকে হয়ত আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। আমাদের দেশের নারীরা অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্যবসা ক্ষেত্র থেকে বেশ দূরে সরে আছে। নারীদের ব্যবসাক্ষেত্রে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যেও সরকারের এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার।

বাল্য ও বহু বিবাহ প্রথা রোধ করতে হবে। যদিও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এ দুটি প্রথা সীমিত হয়ে আসছে তবুও সমাজ থেকে যদি এ ব্যাধি নির্মূল করা যায় তবেই সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হবে, এছাড়াও আমাদের সমাজে নারীদের দুর্বল অবস্থানের কারণে নারীরা বিয়ে বিচ্ছেদের শিকার হয়। আর বাল্য বিয়ের কারণে নারীদের অল্প বয়সেই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। এ ধরনের স্বামী পরিত্যক্ত ও বিধবা নারীদের সংখ্যা সমাজের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে। তাই এদের যদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তাহলে অনেক নারীরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। পাশাপাশি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি সাহস ও সামর্থ্যও তাদের হবে। এতে সমাজে অন্য মেয়ের মধ্যেও সচেতনতা বাড়বে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের সমাজের মেয়েরা অধিকাংশই কাবিন বা দেনমোহরের পাওনা টাকা ডিভোর্স-এর সময় বুঝে পায় না কিম্বা তারা স্বামী কর্তৃক যৌতুকের শিকার হয়। আইন-কানুন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান না থাকায় এবং আইনগত পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে এগিয়ে না আসার কারণে তারা বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে তাদের যদি বিশেষ করে পারিবারিক আইন ও নারী অধিকার সম্পর্কিত আইন-কানুন সম্পর্কে অবহিত করানো যায় তাহলে তারা এতটা ভোগান্তির শিকার হয় না। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের অবস্থান আরো দৃঢ় হয়।

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য নারীদের জন্য বিভিন্ন সংস্থা থেকে যেসব লোন দেয়া হয় সেসব লোনের টাকা যদি যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হয় তাহলে কোন লাভ নেই। এ জন্যে তাদের বিভিন্ন প্রজেক্টের কাজের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে তারা সঠিকভাবে নিজেদেরকে পরিচালিত করতে পারবে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারী সঠিক অবস্থান নিতে পারবে তখনি যদি সে শিক্ষিত হয়। এজন্য নারী শিক্ষার দ্রুত ও ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন। পাশাপাশি চাই নারীর স্বকর্মসংস্থান বা চাকুরীর জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ। শিক্ষিত ও দক্ষ নারীর কর্মসংস্থান অনিবার্য। একজন নারী যখনই কাজ পাবে আর আয় করবে সে সমাজে ক্ষমতার অংশীদার হবে। ক্রমশঃই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তার অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। ❑